দৈনিক জনকণ্ঠ

6

তারিখ ...3.11 AUG-19[illegible] ... ...
পৃঃ ১৪ কলাম ...৭.....

'দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে কৃষি কলেজ' ॥ ভিন্নমত

গত ১৯ জুলাই 'ক্যাম্পাস' বিভাগে কৃষি ভার্সিটি সংবাদদাতার 'দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে কৃষি কলেজ' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর পটুয়াখালী কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ড. মোঃ সফিউল আলম কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছেন ঃ ১৯৭৯ সাল থেকে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ার পর থেকে পরীক্ষা গ্রহণ করছে। প্রতিটি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর রোভিং সুপারভাইজার হিসাবে পরীক্ষার হলে সর্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ পর্যন্ত কোন রোভিং সুপারভাইজার পটুয়াখালী কৃষি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার স্বচ্ছতা বিষয়ে এমনকি মৌখিকভাবেও প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। পরীক্ষার হলের স্বচ্ছতা পটুয়াখালী কৃষি কলেজের ঐতিহ্য। ছাত্রদের গণ নকলের কারণে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পুরো পরীক্ষা পুনরায় গ্রহণ করা হয়েছে এ ধরনের নজিরও আছে। সে সকল সময়েও পটুয়াখালী কৃষি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার স্বচ্ছতা বিদ্যমান ছিল, দুর্ভাগ্যবশত জুন '৯৬-এ একটি ব্যবহারিক পরীক্ষায় একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কিছু স্বার্থান্বেষী ছাত্র একজন পরীক্ষককে লাঞ্ছিত করে। পটুয়াখালী কৃষি কলেজের ইতিহাসে এমন একটি মাত্র ঘটনা ঘটেছে যার পূর্ণ তদন্ত শেষে অপরাধী পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট উস্কানিদাতাদেরকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন বাতিলসহ বিভিন্ন রকমের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই একটি দুর্ঘটনা ব্যতিরেকে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের মতো আর কোন ঘটনাই ঘটেনি। অতএব ঢালাওভাবে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ কেন্দ্রে নকল হয় এমন মন্তব্য অজ্ঞতা প্রসূত যা কোনক্রমেই কাঙ্ক্ষিত নয়। পটুয়াখালী কৃষি কলেজ কেন্দ্রে পিরিওডিক্যাল পরীক্ষার গড় নম্বর ৮০-৯০% নহে বরঞ্চ প্রকৃত গড় নম্বর এর অনেক নিচে। বিগত বছরগুলোতে পটুয়াখালী কৃষি কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু ও মনোরম পরিবেশ বিরাজ করছে।

ইতোমধ্যে পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়নের দাপ্তরিক কার্যক্রম চলছে। এমন সময়ে পটুয়াখালী কৃষি কলেজের জন্য অমূলক তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন দুঃখজনক।